যুগান্তর

05 APR 2007
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

ভর্তি জালিয়াতির ঘটনায় ঢাবি ও রাবিতে তোলপাড় : তদন্ত কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার/রাবি প্রতিনিধি

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির খবরে উভয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত বিভিন্ন বিভাগের ৩৩ শিক্ষার্থীকে ভর্তি বাতিলের ব্যাপারে বুধবার শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ গঠন করেছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি। আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে অনুষদের ১১টি বিভাগকে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি জালিয়াতির ঘটনায় দোষীদের বিচারের দাবিতে বুধবার পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে বিভাগের শিক্ষার্থীরা দফায় দফায় মিছিল, সমাবেশ ও বিক্ষোভ করেছে। প্রশাসন ঘটনায় জড়িত কর্মচারী মাসুদ রানাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে। এ ব্যাপারে গঠিত হয়েছে ৬ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি। আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বুধবার টিএসসিতে এক সেমিনারে এ ঘটনার সমালোচনা করে বলেছেন, এর দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

সম্প্রতি ঢাবির লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে অর্ধশত ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ে। এ ঘটনায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। একই সঙ্গে এক মাসের মধ্যে সব ভুয়া শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে সিন্ডিকেটকে অবহিত করতে গত ১৫ মার্চ সব বিভাগ ও ইন্সটিটিউটকে নির্দেশ দেয়া হয়।

এরপর কেটে যায় ২০ দিন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাড়া মেলেনি বলে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার জানান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভুয়া শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব মিলেছে। সিন্ডিকেটের নির্দেশের পর কেবল সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ এ নিয়ে বুধবার একটি সভা করে। সভায় অনুষদভুক্ত ১১টি বিভাগের চেয়ারপারসনরা উপস্থিত ছিলেন। তবে কলা অনুষদ এখন পর্যন্ত এ নিয়ে নড়াচড়া পর্যন্ত করেনি বলে জানা যায়। অন্যান্য অনুষদ-ইন্সটিটিউট-বিভাগও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। অন্যান্য ইস্যুর মতো এটিও ফাইলবন্দি করে রাখার অপচেষ্টা চলছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এর পেছনে অভিযুক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকাকে দায়ী করছেন অনেকে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন অর রশিদ জানান, বৈঠকে প্রত্যেক বিভাগকে ডিন অফিসের ভর্তির সুপারিশের পাঠানো তালিকা, বিভাগের ভর্তি তালিকা এবং প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীর তালিকার

ভর্তি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

ভর্তি : জালিয়াতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করে ফেলছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে খুব কষ্ট লাগে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে, তার বিস্ময়কর উদাহরণ এই ভুয়া ভর্তির ঘটনা। একটি ধরা পড়লেও তাদের গোটা বিষয়কে রিভিউ করা উচিত বলে তিনি বলেন।

জানা গেছে, আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে সব বিভাগকে তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। বৈঠকে বিভাগের তদন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য অনুষদ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির সদস্যরা হলেন— অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম, লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক রোকসানা।

সিন্ডিকেট গঠিত সাত সদস্যের তদন্ত কমিটির বৈঠক আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির আহ্বায়ক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার জানান, ইতিমধ্যে ভুয়া ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত ৩৩ শিক্ষার্থীকে বুধবার শোকজ পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এদের শোকজের জবাব দিতে হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার দুপুরে রাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে উপাচার্য দফতরে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের জরুরি সভায় দায়ী কর্মচারী মাসুদ রানাকে বাধ্যতামূলক ছুটি ও তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় বিভাগের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভাগীয় ভর্তি উপ-কমিটির সব সদস্যকে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ভিন্ন তিন শিক্ষককে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম খালেকুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে গঠিত তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— অধ্যাপক ডাক্তার রুস্তম উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক রাকিব-উজ-জামান, অধ্যাপক এবিএম শাহজাহান, অধ্যাপক আশরাফুল হক, অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল আকন্দ। কমিটিকে অতিদ্রুত তদন্তকাজ শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল ও সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।

এর আগে, সকাল ১০টার দিকে সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভর্তি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে বিভাগের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এক সময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য পৌঁছলে পুলিশি বাধার মুখে প্রথমে প্যারিস রোডে এবং পরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে তারা সমাবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে আবারও বিভাগের সামনে গিয়ে তারা বিক্ষোভ করতে থাকে।

মাসুদ রানার বিরুদ্ধে এখনও কোন মামলা দায়ের করেনি প্রশাসন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফখরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই এখন ব্যবস্থা নেবে। এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেন জানান, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্র মতে, ভর্তি পরীক্ষায় পাস না করলেও সমাজকর্ম বিভাগের উচ্চমান সহকারী মাসুদ রানা পৌনে ২ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রবেশপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র জালিয়াতি করে চলতি শিক্ষাবর্ষে আটজনকে বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। এ আটজন হল— আবদুল্লাহ আল মামুন, ফয়সাল আলী, সানজিদা নাঈমা, উজ্জ্বল কুমার পাল, আমির সোহেল, শাহনেওয়াজ মোহাম্মদ শিথিল, রকিবুল ইসলাম, শাপলা রানী ঘোষ। গতকাল ভর্তি জালিয়াতির এ ঘটনাই ছিল ক্যাম্পাসে মূল আলোচনার বিষয়।

সংবাদের ব্যাখ্যা ও প্রতিবেদকের জবাব

বুধবার উপ-রেজিস্ট্রার একেএম মোজাম্মেল হক এক ব্যাখ্যায় বলেছেন, বুধবার যুগান্তরের শেষ পাতায় ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত প্রকাশিত রিপোর্টে তাকে জড়ানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। কোটায় ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কার্যবিবরণীর অতিরিক্ত কাউকে ভর্তির অনুমতিপত্র দেয়া হয়নি।

অর্থনীতি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগে একেএম মোজাম্মেল হকের স্বাক্ষরিত (প্রকৃত) ভুয়া শিক্ষার্থীর ব্যাপারে অনুমতিপত্র দেয়ার ঘটনা ধরা পড়েছে। এ বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ লেখা হয়েছে।